ইউনিট ৭
শিক্ষা সম্পর্কিত
দার্শনিক মতবাদ

ইউনিট ৭ শিক্ষা সম্পর্কিত দার্শনিক মতবাদ

শিক্ষা বলতে আমরা কি বুঝি? এ প্রশ্নের জবাবে শিক্ষাবিদগণ একমত হতে পারেন নি। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? এ প্রশ্নের জবাবেও শিক্ষাবিদ ও মনীষীগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। যুগে যুগে শিক্ষার সংজ্ঞা, শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে মনীষীগণ ভিন্ন ভিন্ন মত ও ধারণা ব্যক্ত করেছেন। এই মতবাদগুলোকে শিক্ষা সম্পর্কিত দার্শনিক মতবাদ বলা হয়ে থাকে।

শিক্ষা ও দর্শন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দর্শন শিক্ষার দিক নির্দেশনা দান করে আর শিক্ষা দর্শনের বাস্তব প্রতিফলন নিশ্চিত করে। এজন্য বলা হয়ে থাকে - দর্শন ছাড়া শিক্ষা অন্ধ এবং শিক্ষা ছাড়া দর্শন খোঁড়া। মানুষের জীবনযাত্রাকে উন্নতির পথে পরিচালিত করতে প্রয়োজন সুচিন্তিত বিশ্বাস, কার্যকর মৌলনীতি ও মতবাদ। দর্শন এসব নীতি ও মতবাদের জন্ম দেয়। আর শিক্ষা সে সব নীতি ও মতবাদকে বাস্তবে রূপদান করে মানুষের জীবনকে সার্থক করে গড়ে তোলে।

বিভিন্ন যুগে যেসব দার্শনিক মতবাদ গড়ে উঠেছে তাদের প্রত্যেকটির মধ্যে শিক্ষাতত্ত্ব একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। যুগে যুগে উদ্ভূত এ সকল দার্শনিক মতবাদের বিভিন্নতার ফলে শিক্ষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও মতপার্থক্য ঘটেছে। শিক্ষার সংজ্ঞা, স্বরূপ ও উদ্দেশ্য নির্ণয়ে এসকল মতবাদের মধ্য হতে আমরা এ ইউনিটে ভাববাদ, বাস্তববাদ, প্রকৃতিবাদ ও প্রয়োগবাদ মতবাদগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

পাঠ ৭.১ ভাববাদ [Idealism]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ভাববাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষাদর্শন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ভাববাদের ভূমিকা নির্ণয় করতে পারবেন।
- ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে ভাববাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করতে পারবেন এবং
- কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতির মূল শিক্ষাতত্ত্ব উল্লেখ করতে পারবেন।

ভাব

দার্শনিক মতবাদসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম মতবাদ হচ্ছে ভাববাদ। ভাবের অস্তিত্ব একটি উপলব্ধির বিষয় মাত্র। কোনও কিছু সম্পর্কে আমরা যখন চিন্তা করতে থাকি তখন আমাদের মনে ধারণা সৃষ্টি হয়। এই ধারণা কোনও বিমূর্ত বা অবস্তু বিষয়ে হতে পারে এবং কোনও বস্তুকে ঘিরে তার বস্তুসত্তার উর্ধ্বে কোন ধারণাও হতে পারে। কোনও কিছু সম্পর্কে মনের এই ধারণাকে 'ভাব' বলা হয়ে থাকে। এই 'ভাব' এর মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবন ও জগৎকে উপলব্ধি করি এবং এই উপলব্ধির মাধ্যমেই আমরা জ্ঞানলাভ করি। তাই শিক্ষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভাব হচ্ছে জ্ঞানার্জনের মাধ্যম।

বস্তু ও ভাব

ভাববাদে মানুষের মন ও ধারণার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ মতবাদে 'ভাব' চিরসত্য ও চিরস্থায়ী। ভাবের কোন ক্ষয় বা পরিবর্তন নেই। অপরদিকে বস্তুর ক্ষয়, পরিবর্তন ও বিলুপ্তি আছে। যার ক্ষয়, পরিবর্তন ও বিলুপ্তি আছে তা অবশ্যই যার এসব নেই তার চাইতে কম শক্তিশালী। তাই 'বস্তু' অপেক্ষা 'ভাব' শক্তিশালী। ভাববাদে আত্মা, পরমাত্মা, এবং অন্যান্য অতিপ্রাকৃতিক শক্তি বা বিষয়সমূহ অবিনশ্বর। এ সবের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে জীবন ও জগতের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করা ভাববাদের বৈশিষ্ট্য।

ভাব ও বস্তুর অস্তিত্ব

ভাববাদীদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্বজগতের যাবতীয় বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে সবটুকু প্রকাশ পায় না, ধারণা বা ভাবের মাধ্যমেই তা প্রকাশ পায়। কোন বস্তু দেখলে বা স্পর্শ করলে সব জানা হয় না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মাধ্যমে বস্তুর বাহ্যিক রূপই প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু এই বস্তুকে মনে বা ভাবনার মধ্যে আত্মস্থ করতে পারলে এর বিস্তারিত ও অতিন্দ্রিয় রূপকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। কোন বস্তুকে মনে স্থান দিয়ে এর সামগ্রিক ধারণা লাভ করা যায়। যেমন - চক্ষু দ্বারা কোন বস্তুকে দেখা হলে ভাববাদীদের মতে এর অংশবিশেষ দেখা হয়, কিন্তু 'ভাব' এর মধ্য দিয়ে দেখলে বস্তুটির

অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করা যায় এবং বস্তুটির বাহ্যিক রূপের উর্ধ্বে আরো নানা তথ্য ভাবের উদ্রেক করে। এভাবে ভাবের মধ্য দিয়েই সামগ্রিক জ্ঞানার্জন সম্ভব হয়। তাই ভাববাদের মূল কথা হচ্ছে 'বস্তু নয় অবস্তু এবং অবস্তুই প্রধান'।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটোকে ভাববাদের উদ্ভাবক মনে করা হয়। প্লেটোর গুরু সক্রেটিসের দর্শনেও ভাবাবাদের আভাস ছিল, কিন্তু শিষ্য প্লেটোর মধ্যে তা প্রাথমিকভাবে একটা মতবাদ বা দর্শন হিসেবে প্রকাশিত হয়। এ কারণে তাকেই এর প্রবক্তা বলে স্বীকার করা হয়। অন্যান্য দার্শনিক যারা এ মতবাদে বিশ্বাসী তার হলেন - কান্ট, হেগেল, পেস্তালৎসি, ফ্রয়েবেল ও বার্কলে।

ভাববাদ ও শিক্ষা

আমরা এখন শিক্ষাক্ষেত্রে ভাববাদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব। ভাববাদী শিক্ষাদর্শনে স্বীকার করা হয় যে, প্রত্যেক শিশু সদগুণাবলী নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। জন্মকালে এসব গুণাবলী থাকে সুপ্ত বা অবিকশিত। উপযুক্ত পরিবেশে ও উপযুক্ত পরিচর্যার দ্বারা শিশুর অবিকশিত ও সুপ্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করা শিক্ষার কাজ বলে ভাববাদীরা মনে করেন। তাঁরা এটাও মনে করেন যে, শিক্ষা কেবল সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দ্বারা শিক্ষার্থীর পূর্ণতা লাভে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে, সুপ্ত প্রতিভা পরিবর্ধন বা পরিবর্তন করতে পারে না। পরিবেশবাদী মনোবিজ্ঞানীদের সঙ্গে ভাববাদীদের বিরোধ এখানেই। তবে বংশগতিবাদীদের সঙ্গে এ মতের মিল রয়েছে।

শিশুর সম্ভাবনা

ভাববাদে সত্যের স্বরূপ

ভাববাদী শিক্ষাদর্শনের মতে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি ক্ষণস্থায়ী জগতকে চিরস্থায়ী রূপে প্রতিভাত করে, ফলে আমরা প্রতারিত হই। শিক্ষার কাজ হচ্ছে, মানুষের মধ্যকার বিশাল ভাবজগতকে আন্দোলিত করে প্রকৃত সত্যকে উদঘাটন করা। ভাববাদীদের মতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকল বাহ্যবস্তুর উর্ধ্বে এক মহাঐক্যের সুর প্রবহমান রয়েছে। শিক্ষা সেই মহাশক্তিধর সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে ধারণাকে প্রসারিত করে। ভাববাদী শিক্ষায় মহান ব্যক্তিবর্গের জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষাগ্রহণ, মানবিকতা বিষেয়ে চর্চা এবং তত্ত্বীয় শিক্ষাক্রম অনুসারে পাঠ গ্রহণের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

ভাববাদ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি

ভাববাদে বক্তৃতা, আলোচনা, অনুকরণ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ফলপ্রসূ ব্যবস্থা বলে স্বীকৃত। এতে অবরোহী পদ্ধতি অনুসরণে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। প্রসিদ্ধ ভাববাদী দার্শনিক ফ্রেডারিক ফ্রয়েবল কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাব্যবস্থার জনক। তাঁর মতে প্রতিটি শিশুর মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত সুপ্ত সম্ভাবনা। উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিচর্যা দ্বারা শিশুর সুপ্ত প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। এখানে শিক্ষকের ভূমিকা মালির মত যিনি বাগানরূপ বিদ্যালয় ও চারারূপ শিশুদের পরিচর্যা করে বিনা বাধায় বেড়ে ওঠার পথ সুগম করেন।

'মানুষের প্রতিটি কাজের সামাজিক মূল্য রয়েছে।' এই মতবাদে বিশ্বাস করে শিশুশিক্ষায় দলগত কাজের ওপর জোর দেওয়া হয়। শিশুর অভ্যন্তরীণ গুণাবলী বিকাশে মুক্ত চিন্তা ও স্বাধীনতাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাববাদ কল্পনাশক্তির ওপর জোর দিয়ে থাকে। ইউনিট ৮ এর ৪র্থ পাঠে ভাববাদী দার্শনিক ফ্রয়বলের মতবাদ ও তার কিন্ডারগার্টেন সম্পর্কে আমরা আরও জানব।

ভাববাদে শিক্ষার লক্ষ্য

ভাববাদী শিক্ষাদর্শনে ধর্মীয় মূল্যবোধ উদ্বুদ্ধ হওয়া ও নৈতিক চরিত্র গঠনই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষকের লক্ষ্য থাকবে প্রতিটি শিশু যেন ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশাসন সংক্রান্ত মূলনীতির ওপর শিক্ষাগ্রহণ করে। না বুঝে মুখস্থ করা নয় ; উপলব্ধির মধ্য দিয়েই শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে। ভাববাদে জ্ঞানের অতিরিক্ত কোন বস্তু বা সত্ত্বা নেই। জ্ঞান মানুষকে মহৎ জীবন লাভে উদ্বুদ্ধ করে এবং মহৎ জীবন লাভে মানুষকে মানবীয় গুণাবলী অর্জন করতে হয়। শিক্ষা এই গুণাবলী অর্জনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. 'ভাব' বলতে কি বোঝায়?
   ক. চিন্তা-চেতনা
   খ. মনের ধারণা
   গ. বাস্তব অভিজ্ঞতা
   ঘ. বিশ্বাস

২. ভাববাদী দর্শন অনুসারে জ্ঞান লাভের মাধ্যম কি?
   ক. ভাব
   খ. চেতনা
   গ. উপলব্ধি
   ঘ. অনুশীলন

৩. ভাববাদে কিসের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়?
   ক. মানুষের মন ও ধারণা
   খ. বাহ্যিক আচার আচরণ
   গ. আত্মসচেতনতা ও আত্মপরতা
   ঘ. চারিত্রিক উন্নতি

৪. 'ভাব' বস্তুর চাইতে শক্তিশালী কেন?
   ক. ভাব-এর ক্ষয় নেই
   খ. বস্তুর ক্ষয় আছে
   গ. ভাব-এর অস্তিত্ব বস্তুর মধ্যে নিহিত
   ঘ. বস্তুর অস্তিত্ব ভাবের মধ্যেই নিহিত

৫. ভাববাদী মতবাদ অনুসারে কোন্‌টি সত্য?
   ক. যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্ব বস্তুর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়
   খ. ধারণা বা চিন্তার মধ্য দিয়ে বস্তুর অস্তিত্ব প্রকাশ পায়
   গ. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করে
   ঘ. অতিন্দ্রিয় সত্তা বলে কিছু নেই

৬. ভাববাদের মূল কথা কি?
   ক. প্রত্যক্ষ বস্তু আংশিক দৃষ্ট
   খ. ভাবের মধ্য দিয়ে জ্ঞানার্জন সম্ভব
   গ. বস্তু নয়, অবস্তুই প্রধান
   ঘ. জগৎ একদিন ধ্বংস হবেই

৭. ভাববাদের মূল প্রবক্তা কে?
   ক. সক্রেটিস
   খ. প্লেটো
   গ. ফ্রয়েবল
   ঘ. পেস্তালৎসি

৮. শিক্ষায় পরিবেশের ভূমিকা সম্পর্কে ভাববাদীরা কি মত পোষণ করে?
   ক. পরিবেশ মানুষের জীবনকে সম্ভাবনাময় করে তোলে
   খ. অনুকূল পরিবেশ ব্যক্তিকে মহৎ জীবন দান করে
   গ. বংশগতি নয়, শিক্ষাই ব্যক্তির সম্ভাবনার উৎস
   ঘ. শিক্ষা মানুষের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করে

৯. শিক্ষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভাব বলতে কোন্‌টি বোঝায়?
   ক. জ্ঞানের মাধ্যম
   খ. জ্ঞানের বিষয়বস্তু
   গ. জ্ঞানের উৎস
   ঘ. জ্ঞানের বিকাশ

১০. ভাববাদীদের মতে শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনার ওপর শিক্ষার প্রভাব কি?
   ক. বর্ধন করতে পারে
   খ. বর্ধন করতে পারেনা
   গ. পরিবর্তন করতে পারে
   ঘ. পূর্ণতা লাভে সহায়তা করতে পারেনা

১১. ভাববাদীদের মতে শিশুর শিক্ষা কি ধরনের হবে?
   ক. ধর্মনিরপেক্ষ
   খ. ধর্মভিত্তিক
   গ. প্রকৃতিভিত্তিক
   ঘ. শিশুকেন্দ্রিক

১২. ভাববাদে শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব কিভাবে?
   ক. দলগত কাজের ওপর জোর দিয়ে
   খ. সৎ লোকদের জীবনী থেকে শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে
   গ. উপযুক্ত পরিবেশে যথার্থ পরিচর্যার মাধ্যমে
   ঘ. প্রতিটি কাজের সামাজিক মূল্য যাচাই করে

পাঠ ৭.২ বাস্তববাদ [Realism]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- বাস্তববাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাস্তববাদীদের মতানুসারে জ্ঞানের অর্থ ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- জড়বাদ ও বাস্তববাদের তুলনা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তববাদের গুরুত্ব নিরূপণ করতে পারবেন।

বাস্তববাদ ও বস্তুসত্তা

আমরা পূর্ববর্তী পাঠগুলোতে বস্তুর অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে জড়বাদ এবং ভাববাদের আলোচনা করেছি। বাস্তববাদ বস্তুর অস্তিত্বকে কেন্দ্র করেই উদ্ভূত। বাস্তববাদ নামকরণের মধ্যেই এ মতবাদের বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ মেলে। বাস্তববাদে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। জড়বাদ বস্তুর অস্তিত্ব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার ওপর নির্ভরশীল। দৃশ্যমান বস্তু ছাড়া অন্য কোন বস্তুতে জড়বাদীরা বিশ্বাস করেন না। বাস্তববাদ কিন্তু অতটা কঠোর জড়বাদী নয়। বাস্তববাদীরা বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাঁদের মতে, মনের অনুভূতির সাথে বস্তুর অস্তিত্বের সম্পর্ক নেই। মানুষের চেতনা বা অনুভূতির উর্ধ্বে অনেক কিছুর অস্তিত্ব বাস্তববাদ স্বীকার করে না। ভাববাদীদের মতে, কোন বস্তুকে বিভিন্ন জন নিজের ধারণা-বিশ্বাস অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অনুভব করতে পরে, কিন্তু বাস্তববাদীরা যথার্থই বাস্তববাদী। তাঁরা বলেন - কোন বস্তু যেভাবে অবস্থান করে ঠিক তাই তার অস্তিত্ব। একে কল্পনায় মনের মাধুরী মিশিয়ে দেখার অবকাশ নেই।

প্রত্যেক বস্তুর একটা স্বাধীন সত্তা আছে। বাস্তববাদের মূল কথাই হচ্ছে বস্তুর স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তার স্বীকৃতি। জড়বাদের বিপরীতে বাস্তববাদ মন ও স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে তো বটেই, এর বাইরেও যেসব বিষয়, ধারণা ও বস্তুর কথা বলা হয় সেগুলো সম্পর্কে উৎসাহ আগ্রহ সৃষ্টি করে বাস্তববাদীরা গবেষণা ও অনুসন্ধান চালায়। তাদের মতে জ্ঞান আহরণের মাধ্যম হচ্ছে গবেষণা ও অনুসন্ধান।

বাস্তববাদ ও শিক্ষা

বাস্তববাদী দর্শনে আহরিত জ্ঞানকে মানব কল্যাণে কাজে লাগানোই শিক্ষার লক্ষ্য রূপে স্থির করা হয়েছে। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলকে বাস্তববাদের জনক হিসেবে স্বীকার করা হলেও আমরা সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী শিক্ষাবিদ-দার্শনিক পেস্তালৎসির শিক্ষাদর্শনে বাস্তববাদী দর্শনের বাস্তবায়ন ও কার্যকারিতা লক্ষ্য করি। রুশোর মতো শিশুকে প্রকৃতির কোলে ছেড়ে দেওয়ার কথা পেস্তালৎসি বলেন নি। তিনি বলেন, ''শিশুকে প্রকৃতির কোলে ছেড়ে দিলে চলবে না, আর স্বাভাবিক ক্ষমতা বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও ক্ষেত্র রচনা করতে হবে। তার বাণী ঃ প্রকৃতির পথে শিক্ষা দিতে হলে কথা ও বক্তৃতার পরিবর্তে সত্য ও বাস্তবতার সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্কে স্থাপন করতে হবে। তিনিই বাস্তব বস্তু ও উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষাপাতী ছিলেন।

বাস্তববাদী শিক্ষাদর্শনের মূল কথা, বাস্তব বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষা দান করতে হবে। শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি হবে শিশুর বাস্তব অভিজ্ঞতা। সহজ জিনিস থেকে আরম্ভ করে ক্রমশ জটিল বিষয়ের অবতারণা করতে হবে। বাস্তবতাভিত্তিক শিক্ষাদান কৌশল এ মতবাদের একটি বড় অবদান।

বাস্তববাদে প্রত্যেক বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত। এ দর্শনে প্রত্যেক শিশুকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত এবং ব্যক্তিসত্তার অধিকারী হিসেবে স্বীকার করে তার উপযোগী শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। শিশুরা নিজের সামর্থ্যানুযায়ী নিজের মতো করে শিখবে। শিক্ষকের দায়িত্ব শেখানো নয়, বরং শিশুদের চাহিদাভিত্তিক অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্র ও পরিবেশ রচনা করা। শিশুর গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষক যদি অবহিত না হন তবে তিনি শিশুকে তার চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হবেন।

বাস্তববাদীরা মানুষের চেতনা বা অনুভূতির বাইরে অনেক কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। স্রষ্টার অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলেও বাস্তববাদী দার্শনিকগণ স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে

ধর্মবিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও বাস্তববাদী দার্শনিক পেস্তালৎসি ধর্মচর্চাকে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য বলে স্বীকার করেন নি।

লক্ষণীয় দিক

- বাস্তববাদী বস্তুর স্বাধীন সত্তায় বিশ্বাসী।
- শিশুর বিকাশে উপযুক্ত পরিবেশ নির্মাণ করতে হবে।
- বাস্তব বস্তু ও উদাহরণের সাহায্যে শিক্ষাদান ফলপ্রসূ।
- প্রত্যেক শিশুই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত।
- দার্শনিক এরিস্টটল ও শিক্ষাবিদ পেস্তালৎসি বাস্তববাদের প্রবক্তা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. বাস্তববাদী শিক্ষাদর্শনের মূলকথা কি?
   ক. তাত্ত্বিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব প্রদান
   খ. বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষাদান
   গ. ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন
   ঘ. জাগতিক রহস্য উদঘাটন

২. বস্তুর উর্ধ্বে অনেক বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে কোন্ মতবাদ?
   ক. ভাববাদ
   খ. জড়বাদ
   গ. বাস্তববাদ
   ঘ. প্রয়োগবাদ

৩. বাস্তববাদে শিক্ষাক্ষেত্রে কোন্টির ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়?
   ক. বস্তু
   খ. অবস্তু
   গ. ভাব
   ঘ. বস্তু ও অবস্তু

৪. বাস্তববাদ ও জড়বাদ - উভয়ের সম্পর্ক কিরূপ?
   ক. সকল ক্ষেত্রে মিল আছে
   খ. কোন ক্ষেত্রে মিল নেই
   গ. বিপরীত ভাবধারা বিদ্যমান
   ঘ. আংশিক মিল ও অমিল

৫. বাস্তববাদের মূল কথা কি?
   ক. প্রত্যেক বস্তুর স্বাধীন সত্তা আছে
   খ. বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য তা ইন্দ্রিগ্রাহ্য হতে হবে
   গ. জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে বস্তুজ্ঞান লাভ করা যায়
   ঘ. বস্তুর অস্তিত্ব অনুভবে কল্পনা শক্তির বিকাশ হওয়া প্রয়োজন

৬. বাস্তববাদে জ্ঞান আহরণের মাধ্যম কি?
   ক. বক্তৃতা ও সত্য কথন
   খ. বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস
   গ. গবেষণা ও অনুসন্ধান
   ঘ. শিক্ষকের সাহচর্য

৭. বাস্তববাদে শিক্ষার লক্ষ্য কি?
   ক. বস্তুকে সম্যকরূপে জানা
   খ. অর্জিত জ্ঞানকে মানব কল্যাণে প্রয়োগ
   গ. শিশুকে সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলা
   ঘ. শিশুর প্রকৃতিগত বিকাশ

৮. প্রত্যেক শিশু আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে ওঠে - এ কথার অর্থ কি?
   ক. কোন দুটি শিশু এক নয়
   খ. বিকাশমান জীবনের নিজস্ব ধর্ম আছে
   গ. শিশু শিক্ষায় স্বাধীনতা দান অপরিহার্য
   ঘ. শিশুরা প্রকৃতির নিয়মে গড়ে ওঠে

পাঠ ৭.৩ প্রকৃতিবাদ [Naturalism]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- প্রকৃতিবাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রকৃতিবাদের শিক্ষাদর্শন বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদের অবদান উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে প্রকৃতবাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করতে পারবেন।

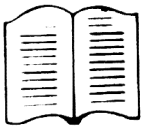

প্রকৃতি ও জীবন

ভাববাদে আমরা দেখেছি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই প্রধান নয় ; এর বাইরেও ভাবজগতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর উর্ধ্বে এক মহাশক্তির অস্তিত্ব স্বীকৃত। প্রকৃতিবাদ এই ভাববাদী দর্শনের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। প্রকৃতিবাদ অনুসারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই বাস্তব সত্য। আমাদের চারপাশের প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক উপাদান, বাহ্য ও ভৌত পরিবেশ আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে মিশে আছে। এই বাস্তবতাকে গৌণ করে অতিন্দ্রিয় বিষয়ে প্রাধান্য আরোপ করে জীবনের রহস্য উদঘাটনের চেষ্টাকে প্রকৃতিবাদীরা নিরর্থক মনে করে। তাই এ মতবাদ অতিপ্রাকৃতবাদের (Supernaturalism) বিরোধী।

প্রকৃতিবাদী দর্শন অনুসারে বিশ্বব্রাহ্মাণ্ড এবং এর যাবতীয় কিছু প্রকৃতির নিয়মের অধীন। বিশ্বের সকল বস্তুর অস্তিত্ব প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্গত এবং সকল বস্তুর পরিবর্তন, রূপান্তর, ক্ষয়-লয় প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই হয়ে থাকে। এতে অন্য কোনও শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। প্রকৃতিকেই একমাত্র চরম ও মৌলিক সত্য বলে গ্রহণ করা হয়।

এ মতবাদে বিশ্বাস করা হয় যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণের অধীন। যাবতীয় গ্রাহ্য বস্তুর সৃষ্টি, রূপান্তর ক্ষয়-লয় সবই প্রকৃতিক নিয়মেই হয়ে থাকে, অন্য কোনও শক্তির আধিপত্য এখানে নেই। প্রকৃতিবাদে প্রকৃতিকেই এই মহাশক্তিরূপে ধরা হয়। এতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও বিধি-বিধানকে প্রগতির পরিপন্থী বলে মনে করা হয়।

প্রকৃতিবাদ ও শিক্ষা

প্রকৃতিবাদীদের নিকট প্রকৃতিই একমাত্র শক্তি ও সমস্ত কিছুর নিয়ামক। তাদের মতে শিক্ষা হচ্ছে প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা এবং প্রকৃতির নিয়মানুগ জীবন গঠন করা এবং প্রকৃতির নিয়মানুসারে সুশৃঙ্খল অভ্যাস গঠন করা।

এ মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে স্বাভাবিক উপায়ে শিক্ষার্থীর সহজাত শক্তি-সামর্থ্য, সম্ভাবনা, অভিরুচি, আগ্রহ ইত্যাদির বিকাশ সাধন করা। এখানে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে জ্ঞানার্জন ও কোন কাজের দক্ষতা অর্জনের চাইতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় স্বাভাবিক পরিবেশে শিশুর সকল সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের ওপর।

কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে শিশুকে সামাজিক বাঞ্ছিত গুণাবলি, আচার-আচরণ ও শৃঙ্খলা শেখানোকে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথে বাধা মনে করা হয়। শিক্ষাকে সমাজ-বিচ্ছিন্ন এক অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে ধরা হয়। শিশুকে সমাজের সন্তান মনে না করে প্রকৃতির সন্তান বলে স্বীকার করা হয়। প্রকৃতিবাদীরা বিশ্বাস করেন যে প্রকৃতির জগতে প্রাণের সত্যিকার স্ফূর্তি ঘটে এবং সেখানে সবকিছুর মধ্যে একটি ছন্দ খুঁজে পাওয়া যায়। প্রকৃতির বিভিন্নতার মধ্যেও এক ঐক্যের সুর অনুধাবনের চেষ্টা চলে প্রকৃতিবাদে।

প্রকৃতিবাদের জনক ফরাসী দার্শনিক জঁ্য জ্যাক রুশো। শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে সর্বাধুনিক প্রকৃতিবাদী হিসেবে স্বীকার করা হয়। তাঁর মতে সব শিশুই জন্মগতভাবে উত্তম কিন্তু সমাজ তাকে কলুষিত করে। তাঁর কথা ঃ "Everything is good as it comes from the hands of the author of nature, but everything degenerates in the hands of man."

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদের অবদান

- প্রকৃতির সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। প্রাকৃতিক উপায়ে ও প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর মাধ্যমে প্রকৃতির নিকট হতে শিশু শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং এটাই তার বিকাশের উত্তম পথ। এ পথেই তার পূর্ণতা আসবে।
- শিশুর আচরণ, চিন্তা, প্রবণতা প্রভৃতি স্বাভাবিক ভাবে বিকাশ লাভ করবে। এক্ষেত্রে কোনও নিয়ন্ত্রণ বা বিধিনিষেধের প্রয়োজন নেই।
- শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিশু সক্রিয় এবং খেলাধুলা শিশুর সক্রিয়তার মাধ্যম। তাই শিশু শিক্ষায় খেলাধুলার স্থান বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং শিশুর বিকাশের জন্য অপরিহার্য।
- শিশুর উপর কৃত্রিম শৃঙ্খলা আরোপ করা যাবে না। তার মধ্যে স্বাভাবিক উপায়ে শৃঙ্খলাবোধের উদ্ভব হবে এবং স্বাভাবিকভাবে ও প্রকৃতির মাধ্যমে তা আত্মপ্রকাশ করবে।
- শিশুকে নিছক কতকগুলো জ্ঞান ও দক্ষতা শেখানোই শিক্ষার লক্ষ্য নয়। শিক্ষার লক্ষ্য হল স্বাভাবিক পন্থায় শিশুর সকল সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার কথা প্রকৃতিবাদীরাই প্রথম বলেছেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এ কথা সত্য যে, প্রকৃতিবাদের জনক হিসেবে রুশো যে শিক্ষার ধারণা পোষণ করেছেন তা পরিমার্জিত হয়ে পূর্ণতা পেয়েছে পেস্তলৎসির হাতে। তাই বলা হয়ে থাকে ঃ ''রুশো যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাবক পেস্তালৎসি তার রূপকার।''

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. প্রকৃতিবাদে বিশ্বজগতের যাবতীয় বিষয় কার নিয়ন্ত্রণাধীন?
   ক. বিশ্বপ্রভু
   খ. প্রকৃতি
   গ. অতিপ্রাকৃতিক শক্তি
   ঘ. অদৃশ্য শক্তি

২. প্রকৃতিবাদে শিশুর শিক্ষার বিষয়বস্তু কি হবে?
   ক. চারপাশের জগৎ
   খ. বস্তুর অতীত বিষয়
   গ. বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়
   ঘ. প্রকৃতির বিচিত্র জগৎ

৩. রুশোকে আধুনিক শিক্ষার জনক বলা হয়, কারণ তিনি —
   ক. প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর জোর দেন
   খ. সামাজিক শিক্ষার ওপর জোর দেন
   গ. শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষাদান করার কথা বলেন
   ঘ. শিশুকে প্রকৃতির কাছ থেকে শিক্ষা নিতে কথা বলেন

৪. প্রকৃতিবাদে শিশুর শিক্ষায় কোন্‌টি অধিক জোর পাবে?
   ক. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক
   খ. প্রকৃতিজাত উপকরণ
   গ. শিশুর সক্রিয়তা
   ঘ. অভিভাবকের সতর্ক দৃষ্টি

৫. প্রকৃতিবাদ শিশুর সামাজিকতা শিক্ষার প্রতি কি দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে?
   ক. নিয়মের মধ্য দিয়ে সামাজিক শিক্ষা দেওয়া উচিত
   খ. সামাজিকতা মানুষের একটি সহজাত বৃত্তি
   গ. প্রকৃতির নিয়মেই সামাজিকতা শেখা যায়
   ঘ. প্রকৃতির ছন্দের মধ্যে সামাজিকতা নিহিত আছে

৬. সকল শিশুই জন্মগতভাবে উত্তম, সমাজ তাকে কলুষিত করে। - কার উক্তি?
   ক. প্লেটো
   খ. রুশো
   গ. পেস্তালৎসি
   ঘ. ফ্রয়েবল

৭. প্রকৃতিবাদী শিক্ষার লক্ষ্যবস্তু কি?
   ক. শিশুর সকল সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ
   খ. শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা
   গ. পাঠে শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা সৃষ্টি
   ঘ. বাঞ্ছিত গুণাবলির বিকাশসাধন

৮. রুশোর প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নে কে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেন?
   ক. রুশো নিজেই
   খ. পেস্তালৎসি
   গ. ফ্রয়েবেল
   ঘ. এমিল

৯. প্রকৃতিবাদীরা কোন্‌টিকে নিরর্থক মনে করেন?
   ক. শিশুকে শৃঙ্খলা শেখানোর চেষ্টা করা
   খ. অতিন্দ্রিয়তাকে প্রাধান্য দেওয়া
   গ. জীবনের রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করা
   ঘ. প্রকৃতির নিয়মে সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করা

পাঠ ৭.৪ প্রয়োগবাদ [Pragmatism]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- প্রয়োগবাদের মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রয়োগবাদ অনুসারে 'সত্য'-এর স্বরূপ নির্ণয় করতে পারবেন।
- 'জ্ঞান' সম্পর্কে প্রয়োগবাদী ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- আধুনিক শিক্ষায় প্রয়োগবাদের অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।

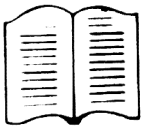

বাস্তববাদ-এর পরবর্তী মতবাদ হচ্ছে প্রয়োগবাদ। স্বাভাবিক ভাবেই উভয় মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। প্রয়োগবাদ বাস্তববাদের চাইতে আর এক ধাপ বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংশোধিত ও পরিমার্জিত রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাস্তববাদ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশ্বে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল।

প্রয়োগবাদের স্বরূপ

বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের ভিড়ে প্রয়োগবাদ একটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক বলিষ্ঠ দর্শন। প্রয়োগবাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ Pragmatism। এ কথাটির উৎপত্তি গ্রীক শব্দ Pragma থেকে, যার অর্থ হচ্ছে সম্পাদিত। এ মতবাদের মূলতত্ত্ব হচ্ছে ঃ একমাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই বিধিবদ্ধ সত্যে উপনীত হওয়া যায়। সত্য মানুষের সৃষ্টি। চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু নেই। অভিজ্ঞতার পুর্নগঠনের মধ্য দিয়ে সত্য পরিবর্তিত হয় ও এটি ফলাফলের ওপর নির্ভরশীল। যদি কোনও বিষয় অভিজ্ঞতার বিচারে ফলপ্রসূ ও উপযোগী প্রমাণিত হয় তবে তাকে সত্য বলে স্বীকার করা হবে ; অন্যথায় প্রত্যাখ্যান করা হবে।

অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

প্রয়োগবাদী দার্শনিকগণ একে একটি জীবন-দর্শন বলে দাবি করে থাকেন। তাঁদের মতে, জীবন বাস্তব আর বাস্তবতাই জীবনের সত্যরূপ। শিশুর সার্বিক বিকাশ তাই এ দর্শনের শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। প্রয়োগবাদ হচ্ছে কার্যকারিতা ও জীবনোপযোগিতার দর্শন, নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দর্শন। এ মতবাদে অভিজ্ঞাতর ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উপলব্ধি ছাড়া কোনও বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতা এতে নেই। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাই না করে কোনও বিষয়কে সত্য বলে স্বীকার করা হয় না। কোন ভাব, সিদ্ধান্ত বা বিশ্বাস কিভাবে কার্যকরী হয় তা প্রত্যক্ষ না করে গ্রহণ করা হয় না।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

সত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রয়োগবাদী দার্শনিকগণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। স্বতঃসিদ্ধ কোন জ্ঞানকে যাচাই না করে তাঁরা মেনে নেন না। অনুসন্ধানের মাধ্যমে যুক্তি ও পরীক্ষা নিরীক্ষা পরিচালনা করে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে তাঁরা সিদ্ধান্তে উপনীত হন। চরম সত্য, চিরন্তন ভাবধারা এবং পরম সত্তা বলে কোন কিছু প্রয়োগবাদী দর্শনে নেই।

জ্ঞান

জ্ঞান সম্পর্কে প্রয়োগবাদী ধারণা স্পষ্ট ঃ যে জ্ঞান মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারে, কর্মজীবনে যে জ্ঞান কাজে লাগে, তা সত্য। যে কাজ উদ্দেশ্য সাধনে সফল তা অবশ্যই সত্য। প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা, জীবন যাপনে সহায়ক ভূমিকা রাখার উপযোগিতা সত্য যাচাইয়ের মাপকাঠি। যে জ্ঞান ব্যবহার করে মানুষ উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারেনা তেমন জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা প্রয়োগবাদে স্বীকার করা হয় না। দার্শনিক চার্লস ম্যান্ডার্স পার্স, উইলিয়াম জেমস এবং জন ডিউই প্রয়োগবাদের প্রতিষ্ঠাতা।

জীবনকেন্দ্রিকতা

শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আধুনিক কালে সর্বজন স্বীকৃত। শিক্ষা ও দর্শন নিবিড়ভাবে জড়িত। আমরা এ ইউনিটের শুরুতে বলেছি যে, দর্শন শিক্ষার দিক নির্দেশ করে এবং শিক্ষা দর্শনে বাস্তব প্রতিফলন নিশ্চিত করে। বিশেষ করে, প্রয়োগবাদী দর্শন শিক্ষার ওপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে আছে। প্রয়োগবাদী দার্শনিকগণের সুচিন্তিত চিন্তাধারা আধুনিক শিক্ষাকে পরিপূর্ণতা দানে সহায়তা করেছে। বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক দর্শনই প্রয়োগবাদী দর্শন। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নির্ণয়ে এ দর্শন বাস্তবতাভিত্তিক নির্দেশনা দিয়েছে। মানব জীবনে শিক্ষার পরিপূর্ণতা প্রদানে যে সমস্ত সমস্যা

উদ্ভুত হয় প্রয়োগবাদ তার সমাধানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা সত্য উদঘাটন করে এবং তা দিয়ে জীবন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ

প্রয়োগবাদী দর্শন সকল বিষয়ে জ্ঞানের কার্যকারিতার ওপর জোর দেয়। যে কোন মতামত ও বিষয় তখনই সত্য বলে গৃহীত হবে যখন তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা নির্ভুল ও সত্য প্রমাণিত হবে। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে শিক্ষাব্যবস্থা এবং জীবনধারা সবই বিজ্ঞানভিত্তিক। শিক্ষা এখন জীবন যাপনের প্রস্তুতি নয় বরং শিক্ষাই জীবন। আমরা নিয়ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছি। এ বিবর্তন ও পরিবর্তনের পথে স্বতঃসিদ্ধ মূল্যবোধ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। সনাতন মূল্যবোধকে যাচাই বাছাই করে উপযোগিতার ভিত্তিতে গ্রহণ করার পক্ষে বলিষ্ঠ মতবাদই প্রয়োগবাদ।

প্রয়োগবাদের মতে স্কুল হবে সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি। এখানে শিশুরা সমাজের উপযুক্ত সদস্য হিসেবে জীবন যাপনের পদ্ধতি আয়ত্ত করবে। মানব জীবনের সার্থক রূপায়ণ ঘটবে সমাজেই। তাই সমাজ জীবনের বিচিত্র কর্মপ্রবাহ শিক্ষাঙ্গনে প্রতিফলিত করতে হবে। শিক্ষার সার্থকতা নির্ভর করে সমাজ জীবনের সেই প্রবাহ কতটুকু শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিফলিত হচ্ছে তার ওপর।

প্রয়োগবাদ ও শিক্ষা

- ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের চাহিদা - উভয়ের সমন্বয় বিধান করতে হবে।
- শিক্ষা হবে সমাজ জীবনের উপযোগী। সমাজ জীবনের প্রগতির ধারায় তা কার্যকর অবদান রাখবে।
- শিক্ষা হবে কর্মকেন্দ্রিক। বস্তুত কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রয়োগবাদেরই অবদান।
- শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ।
- শেখার কাজে শিশুর স্বাধীনতা থাকবে। সে তার সমস্যা তার মতো করে সমাধানের চেষ্টা করবে।
- শিক্ষার্থীর শিক্ষা তার বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনই শিক্ষা।
- বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের যোগসূত্র অবিচ্ছেদ্য। সমাজের পরিবর্তন ও আগ্রগতিতে বিদ্যালয়ের অবদান অপরিসীম। বিদ্যালয় ও সমাজ একটি অপরটির পরিপূরক।
- প্রয়োগবাদীদের মতে, ঃ Education is the acquisition of the art of utilization of knowledge. যে শিক্ষা জীবনের প্রয়োজন মেটাতে কাজে লাগেনা তাকে প্রয়োগবাদ শিক্ষাই বলে না। এভাবে প্রয়োগবাদ শিক্ষার অভিধান পাল্টে দিয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. প্রয়োগবাদী দর্শন অনুসারে সত্যের বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি?
   ক. অপরিবর্তনশীলতা
   খ. পরিবর্তনশীলতা
   গ. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা
   ঘ. বোধগম্যতা

২. যে জ্ঞানে মানুষের প্রবেশাধিকার নেই, তার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রয়োগবাদের ধারণা কি?
   ক. ক্রমাগত অনুশীলন করতে হবে
   খ. গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না
   গ. তাকে উচ্চতর জ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করতে হবে
   ঘ. পুঁথিগত জ্ঞান হিসেবে ভাবতে হবে

৩. প্রয়োগবাদী দর্শনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কে?
   ক. বার্ট্রান্ড রাসেল
   খ. জ্যঁ জ্যাক রুশো
   গ. জন ডিউই
   ঘ হেনরি পেস্তালৎসি

৪. প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শনে কোন্‌টি উপেক্ষিত?
   ক. শিশুর ব্যক্তিগত চাহিদা
   খ. সমাজের বিশেষ চাহিদা
   গ. শিশুর স্বাধীনতা
   ঘ. পরম সত্তায় বিশ্বাস

৫. প্রয়োগবাদীদের মতে স্কুলের সাথে সমাজের সম্পর্ক কি?
   ক. স্কুল সমাজের প্রতিবিম্ব
   খ. স্কুল সমাজের কর্ণধার
   গ. স্কুল সমাজের আজ্ঞাবহ
   ঘ. স্কুল সমাজ পরিবর্তনের নিয়ামক

৬. বাস্তববাদের সঙ্গে প্রয়োগবাদের সম্পর্ক কি?
   ক. পরস্পর বিপরীত ধর্মী
   খ. পরস্পর সমগোত্রীয়
   গ. মিলের অভাব লক্ষণীয়
   ঘ. মতপার্থক্য খুব অল্প

৭. প্রয়োগবাদের মূলতত্ত্ব কোন্‌টি?
   ক. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর উর্ধ্বে এক মহাশক্তির অবস্থান
   খ. বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সত্যে উপনীত হওয়া
   গ. অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনের অপর নাম জীবন
   ঘ. চিরায়ত সত্যই জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য

৮. ''প্রয়োগবাদে চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু নেই,'' কিভাবে সত্য পরিবর্তিত হয়?
   ক. সত্যাসত্য নির্ণয়ের মাধ্যমে
   খ. চিরন্তন সত্য যাচাইয়ের মাধ্যমে
   গ. সত্যের স্বরূপ নিরূপণের মাধ্যমে
   ঘ. অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনের মাধ্যমে

৯. আধুনিক শিক্ষায় পরিপূর্ণতা দানে কোন্‌ মতবাদের অবদান অধিক?
   ক. বাস্তবতাবাদ
   খ. প্রয়োগবাদ
   গ. প্রকৃতিবাদ
   ঘ. জড়বাদ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন — ইউনিট ৭

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। ভাববাদের শিক্ষার গুরুত্ব নির্ণয় করুন।
২। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদের অবদান কি?
৩। 'জড়বাদ ও শিক্ষা' - এ শীর্ষ অবলম্বনে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।
৪। বাস্তববাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন। জড়বাদের সঙ্গে এর পার্থক্য কি?
৫। 'জ্ঞান' সম্পর্কে প্রয়োগবাদীদের ধারণা কি?
৬। শিক্ষা সম্পর্কে প্রকৃতিবাদ, বাস্তববাদ ও প্রয়োগবাদের ধারণার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা — ইউনিট ৭

পাঠ ৭.১

১. খ ২. ক ৩. ক ৪. ঘ ৫. ঘ ৬. খ
৭. খ ৮. ঘ ৯. ক ১০. ক ১১. ঘ ১২. গ

পাঠ ৭.২

১. খ ২. গ ৩. ক ৪. ঘ ৫. ক ৬. গ ৭. খ ৮. ক

পাঠ ৭.৩

১. খ ২. ঘ ৩. ঘ ৪. গ ৫. গ ৬. খ ৭. খ ৮. খ ৯. ক

পাঠ ৭.৪

১. খ ২. খ ৩. গ ৪. ঘ ৫. ঘ ৬. খ ৭. খ ৮. ঘ ৯. খ